ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

কোভিড-১৯ অতিমারী বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে এক অভূতপূর্ব সংকটে ফেলেছে। করোনার বিস্তার মোকাবেলার জন্য আরোপিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড, সাধারণ কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থবির ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। অতিমারীর সময়ে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর করোনার নেতিবাচক প্রভাব ছিল বেশি। বিগত সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ও মানবিক সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তবে করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতিকৌশল ও কর্মপন্থার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত না করার অভিযোগ ওঠে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি একদিকে যেমন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক স্ব স্ব অবস্থান হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে করোনা সংকটের শুরুর দিকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) যথাযথ ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল হতে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচনামূলক মন্তব্য ও অভিযোগও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন খাত ও ইস্যুভিত্তিক গবেষণা পরিচালিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও অবদানের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এ গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ, ও কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করার পাশাপাশি, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত করোনা সংকট মোকাবেলায় সাড়াদানকারী এনজিও ও বেসরকারি সংস্থা এই গবেষণার আওতাভুক্ত। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করোনা সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় পদ্ধতিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের উপর দুটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সারা দেশ থেকে ৪৪টি জেলা নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত জেলাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনকারী আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত মোট ১১৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে ৭৪টি প্রতিষ্ঠান তা পূরণ করে ফেরত পাঠায় যার মধ্যে ৯টি আন্তর্জাতিক, ২৩টি জাতীয় এবং ৪২টি স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে google form ব্যবহার করা হয়েছিল। অপরদিকে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থা হতে সেবাগ্রহণকারী ৬,২৮১ খানার মধ্য থেকে বাছাইকৃত সর্বমোট ৭৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে ৫৮৯ জন জরিপে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর সময়ে গবেষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণার অংশ হিসেবে উপকারভোগীর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ১-১০ ডিসেম্বর ২০২০ এবং বেসরকারি সংস্থার জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ নভেম্বর হতে ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় সংস্থাগুলোর সাড়া প্রদানের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি, সহযোগী অংশীজন হিসেবে সরকারের করোনাকালীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে অবদান ও ভূমিকা পালন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়, করোনা সংকট মোকাবেলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে শুদ্ধাচার চর্চা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের চারটি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয় এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে বেসরকারি সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও সাধারণ তহবিল হতে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ হতে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তুলনামূলক বেশি কার্যকর ছিল। নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা, দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাগুলোর তহবিল সংকট ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে করোনা অতিমারীর সময়েও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় ক্ষমতাশীলদের নেতিবাচক প্রভাব ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার করোনা কর্মসূচি সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম চিহ্নিত না হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি ছিল। করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়। করোনাকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়হীনতা দেখা গেলেও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের উন্নয়ন ঘটলেও বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি সংস্থার অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহকী কী?

গবেষণায়, করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ হল-

- করোনাকালে তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের (সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নগদ অর্থ সহায়তা এবং ত্রাণ তৎপরতা) ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য ইত্যাদি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- করোনাকালীন মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বিশেষত উপকারভোগীদের ত্রাণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তদারকি সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিরসনে তদারকি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের তথ্য সংবলিত একটি সমন্বিত ডাটাবেজ ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করতে হবে।
- যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলায় সরকারকে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল এনজিও নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্মকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- করোনা সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচিতে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিভিন্ন দুর্যোগে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনের জন্য সরকার কর্তৃক এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক দুটি ভিন্ন তহবিল গঠন করতে হবে।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষকরে টিকা নিবন্ধন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- আর্থিক ঝুঁকিতে পড়া স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে টিকে থাকার জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক নীতি সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালীন সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে, স্বল্প সময়ে, কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের করোনাকালীন ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

******